বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব: শিক্ষার্থীদের পটভূমি বোঝা

বাংলা
আমাদের স্কুলটি গ্রামীণ এলাকার একটি গ্রামে অবস্থিত। গ্রামে থাকায়, স্কুলে আসা অধিকাংশ শিশুই নিম্ন আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আসে এবং তারা এই সরকারী স্কুলে পড়াশোনা করাকেই বেছে নেয়। সবাই জানে যে, এখানে স্কুলের বেতন একেবারেই সামান্য, সেজন্য অধিকাংশ পড়ুয়াই একটি নিম্ন আর্থিক পটভূমি থেকে আসে। এই কারণে, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাতে স্কুলের পরিপ্রেক্ষিত ও শিশুদের বাড়ির জীবনের কথা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে, আমাদের তাদের পারিবারিক পশ্চাৎপট, পড়া ও লেখার সামর্থ্য এবং বোঝার দক্ষতাগুলিকেও বুঝতে হবে। আমরা বাবা-মায়ের পেশা, বাড়ির পরিবেশ ও ভাই-বোনদের একটি রেকর্ড রাখি। আমাদের কাছে এই সমস্ত তথ্যাবলী রয়েছে। আমরা একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছিলাম এবং শিশুরা একটি প্রশ্নমালা পূরণ করেছিল, যাতে আমরা শিশুদের এবং তাদের নির্দিষ্ট পশ্চাৎপট অনুসারে কার্যধারাগুলির পরিকল্পনা করতে পারি। আমরা আমাদের শিক্ষকদের জন্যও একটি বিবরণ তৈরী করেছি। আমি যখন এই স্কুলে যোগ দিই, আমি বুঝতে পারি যে, ফসল কাটার সময় শিশুদের উপস্থিতির হার কম থাকে। বেশীর ভাগ বাবা-মায়েরাই কৃষির সাথে যুক্ত, সেজন্য তারা কৃষিকাজে সহায়তার জন্য শিশুদেরকে বাড়িতে রাখেন। নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বয়সে অপেক্ষাকৃত বড়, তাই তারা তাদের বাবা-মায়েদের সহায়তা করে। আমি এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি এবং আমাদের শিক্ষকদের সাথে, কম উপস্থিতি থাকা শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কথা বলেছি। যখন ক্ষেতে গমের চারা রোপণ, ধান কাটা বা ধান রোপণের কাজ থাকে, এই শিক্ষার্থীরা ফসলের ক্ষেতে কাজ করে। প্রথমে আমরা প্রার্থনার সময় ও সম্মেলন সভা চলাকালীন শিক্ষার্থীদেরকে বোঝাই। আমি তাদের বোঝাই, তারা ভাগ্যবান যে তাদের গ্রামে এই স্কুলটি রয়েছে। তা না হলে তাদের অষ্টম শ্রেণীর পর পড়াশোনা করার জন্য অনেক দূর যেতে হত। আমি বলিনি যে, তারা পড়াশোনা করতে পারত না। আমি বলেছিলাম যে, তাদেরকে সম্ভবতঃ অনেক দূর যেতে হত এবং গ্রামে স্কুল থাকার জন্য তারা খুবই ভাগ্যবান। শিক্ষার্থীরা তাদের বাবা-মায়েদের বলেছে যে, তাদের স্কুলটা খুব সুন্দর, আমরা তাদেরকে খুব ভাল পড়াই এবং এখানে পড়ে তারা একজন ভাল মানুষ হয়ে উঠবে।

তারা একজন শিক্ষক, ডাক্তার বা একজন ইঞ্জিনীয়ার হবে কিনা তার ওপর আমি জোর দিইনি। আমি তাদের বলেছিলাম যে, প্রথমে একজন ভাল মানুষ হওয়া জরুরি।

আমি তাদের বলেছিলাম যে, তারা যখনই অনুপস্থিত থাকে তারা যেন মিথ্যা না বলে সত্যিকারের কারণটা আমাদের বলে, শুরুতে আমরা সেটার উপরই খুব জোর দিয়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'তোমরা যদি স্কুলে অনুপস্থিত থাক, আমাকে সত্যি কথা বলবে - যে তুমি ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছিলে - বা তুমি আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলে - বা বাড়িতে অতিথি এসেছিল'।

এরপর শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আমাকে সত্যি কথা বলতে শুরু করে।

যখন তারা আমাকে সত্য কথা বলতে শুরু করে, আমি ইতিবাচকভাবে প্রতিক্রিয়া দিই। তাহলে এখন এই হল পরিস্থিতি। কেউ যদি অনুপস্থিত থাকার জন্য ছুটি পেতে চায়, তাকে প্রথমে একটি আবেদন জমা দিতে হবে, - "আমার দুই-তিন দিনের জন্য কিছু কাজ রয়েছে।"

প্রথমে তাদের অবশ্যই আমার কাছে আসতে হবে এবং আমাকে কারণ বলতে হবে এবং যদি কারণটি খাঁটি হয়, আমি শিক্ষককে জানাই এবং আমরা তাদের বারণ করি না।

এরকম না করা হলে, তারা আমাদেরকে না জানিয়েই স্কুল কামাই করত। তাই গ্রামীণ এলাকাতে উপস্থিতির হার উন্নত করতে আমাদের শিশুদেরকে নৈতিক মূল্যবোধগুলি শেখানো দরকার।

সব শিশুরাই ভাল। সবটা নির্ভর করে আমরা তাদের কিভাবে সামলাই তার উপর।

আমরা যদি তাদের বকাঝকা করি, 'যদি তুমি স্কুলে না আসো এবং অনুপস্থিত থাক, আমরা তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দেব', তখন প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, 'তবে তাই হোক, 'যাই হোক না কেন আমাকে ক্ষেতে কাজ করতে হবে।'

কিন্তু না, তাদের দিক থেকে সমস্যাটি বোঝা , তাদের পশ্চাৎপট ও তাদের প্রয়োজনগুলি মাথায় রেখে আমরা আমাদের পড়ানো ও শেখার প্রক্রিয়াগুলির পরিকল্পনা করে থাকি।

এখানে আসার পর, আমি এর উপর কাজ করা শুরু করি এবং আমরা এখনও এই দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

উপস্থিতির হারে একটা বিশাল উন্নতি হয়েছে।